দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১৩

43

যশোরে মেডিক্যাল কলেজ হোক

যশোর জেলা বাংলাদেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। সদর, মাগুরা, নড়াইল ও ঝিনাইদহ মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল বৃহত্তর যশোর জেলা। কপোতাক্ষ নদের তীরে অবস্থিত এই জেলায় জন্ম নিয়েছেন মহাকবি মাইকের মধুসূদন দত্ত, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ। স্বাধীনতা যুদ্ধে এই জেলার মানুষের ত্যাগ কখনও ভুলবার নয়। সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের মধ্যে দুইজনই জন্ম নিয়েছেন বৃহত্তর যশোর জেলায়। দেশের অর্থনীতিতেও যশোর যথেষ্ট অবদান রাখছে। বেনাপোল স্থল বন্দর দেশের সর্বাধিক ট্যাক্স প্রদানকারী বন্দরসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে, যদিও এই বন্দর এখনও মংলা বন্দরের অধীনে থেকে কাজ করছে এবং বন্দরের ন্যূনতম সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। যশোরে দেশের অন্যতম বৃহৎ সেনানিবাস অবস্থিত। এছাড়া আছে বিমান বাহিনী ঘাঁটি ও একাডেমী, এয়ারপোর্ট, কয়েকটি জুট মিল, টেক্সটাইল মিল, সিএমএইচ কলেজ ইত্যাদি। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, দেশে তেরটি মেডিক্যাল কলেজ থাকলেও যশোরে কোন মেডিক্যাল কলেজ হয়নি, যদিও শতবর্ষের প্রাচীন একটি মেডিক্যাল স্কুল যশোরে আছে। স্থানীয় জনগণ, কর্মকর্তা, কর্মচারীরা তাদের সন্তানদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে পাঠান রাজশাহী বা ঢাকায়। সাম্প্রতিককালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘর্ষে যে সব ছাত্র নিহত হয়েছেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, এদের প্রায় সকলেই বৃহত্তর যশোর ও তৎসংলগ্ন কলারোয়া, সাতক্ষীরার বাশিন্দা। তাই যশোর জেলার জনগণের পক্ষ থেকে সদাশয় সরকারের নিকট আবেদন, অবিলম্বে যশোরে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করুন এবং বেনাপোল বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসাবে স্বীকৃতি দিন। বন্যার সময় যশোর বিমান বন্দরকে বিকল্প আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তুলুন। তাহলে কলকাতায় যাত্রী নামানোর প্রয়োজনীয়তা থাকবে না।

কাজী মুশতাক উল্লাহ
ঝিকরগাছা, যশোর।